অস্ত সবিতার ছায়ারা

বানী দত্ত

(পূর্ববর্তী সংখ্যায় উপন্যাসটির ২য় অধ্যায় বেরিয়েছিল। এটি ৩য় অধ্যায়)
কুশ পুতুলির উপকথা

বেলা ন'টা। রোদটা চাগিয়ে উঠেছে। গা - হাত - পা চিড়বিড় করছে। দিঘিচকের চক্রবর্তী বাড়িতে আজ সকাল থেকে ব্যস্ততা। কিন্তু ব্যস্ততার সঙ্গে যে হাঁকডাক থাকে, তা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। নিবারণ ছোটখাটো মানুষ। পরনে ধুতি, গায়ে ধুতি, হাতে সিগারেট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চোখমুখ থমথমে। দেখেই বোঝা যায় ক'দিন ধরেই মুখে নরসুন্দরের হাত পড়েনি। মালতি উঠোনটা নিকিয়ে একটা অংশে খড়ি দিয়ে ঘিরে রাখলেন। বোঝা যাচ্ছে ওখানেকিছু একটা করা হবে। নাপিত এসে এককোনে উপু হয়ে বসলো। জ্যেষ্ঠপুত্র অর্জুন ছলছল চোখে মা-কে সাহায্য করছে । শিপু ঘরের মধ্যে বসে কাঁদছে। অন্য মেয়ে গুলি নির্বাক প্রতিবাদে ঘর বার করছে।
প্রৌঢ় পুরোহিত মশাই এলেন, সঙ্গে তাঁর নাতি।
---আর একটু আগে এলেন না পুতমশাই। অর্জুনের বাবা তো জলস্পর্শ ও করেনি।
---আরে আর একটু আগেই আসতে পারতাম। তা আর হোল না। এতো মরামানুষ নয়, যে ধরলাম আর পোড়ালাম। কুশপুত্তলিকা বলে কথা। সময় তো লাগেই। কই রে, ওটা বের কর !
নাতি তার ঝোলা থেকে একটি আড়াই ফুটি অদ্ভুত বস্তু বের করে একটা কাগজ দিয়ে ঢাকলো।
নাপিত এতক্ষনে মুখ তুললো -- পুত মশাই, আগে তো দেখিনি এসব, জনম সার্থক হোল। নাপিতে সাষ্টাঙ্গ।
---হ্যাঁরে ব্যাটা। অনেক ভজকট। তাও মাস্টার মশায়ের মেয়ে বলে কথা ! বেশ যত্ন করেই করতে হোল। খরচা, একটু বেশিই হোল। নে তোর অত কথায় কাজ কী ? আর তুই এখন করবিই বা কী ?
---না ঃ , এমনি আর কী ! আমি তো ফুটো পয়সার নাপতে। আপনি হলেন সৎ বামুন! আপনাকে ছাড়া গঙ্গা যাত্রাই হবে না। আপনি সান, আমার কোন কাজ-ই নাই বলতে পারেন।
---তবে ? বেশি বকিস যে, জানিস কী ভাবে তৈরি হয়েছে এটা ? কত্তো কষ্ট হয়েছে ?
নাপিত নেতিবাচক ঘাড় নাড়লো।
---প্রথমে শনের পাকাটি যোগাড় করেছি। আড়াই ফুট করে কাটতে হয়েছে। তারপর শরপাতা যোগাড় করতে হয়েছে। সে গুলো দিয়ে মেয়ের গড়ন তৈরি করতে হয়েছে।
অর্জুন নি শব্দে মাকে সাহায্য করছিলো। সে সরে গেল।
---তারপর ?
---তার পরে সারা গায়ে পলাশপাতা লাগিয়েছি। মাথায় চল্লিশ, ঘাড়ে দশ, বুকে তিরিশ, পেটে কুড়ি, দু'হাতে একশো. দুই থাইতে একশো, দু'হাঁটু আর গোছে তিরিশ, হাত পায়ের আঙুলে কুড়ি, আর নিচের অঙ্গে দশ । বল্, কত হোল ?!
পরামানিক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো।
---তিনশো ষাটটা রে ব্যাটা, সোজা কথা ? তারপর ভেড়ার লোমের সুতো দিয়ে সব বাঁধা হোল।
---বাপরে ! তা এগুলো কোথায় পাওয়া যায় ?
---ছিলো কিছু। এই তো পনের দিন আগে একটা বাড়িতে কাজ করলাম, পুরোহিতের দন্ত বিকাশ।
মালতি শুনতে শুনতে পিছন ফিরে বসলেন

---তারপর ঘরের ছাতু দিয়ে মন্ড তৈরি করে প্রলেপ দিতে হয়েছে। নাতি আমার ভালোই তৈরি করেছে। ওতো তিপুকে ভালো চেনে। ওরে, ওটা এবার ওঠা। কই চত্রবর্তী মশাই নিজের মরা মেয়েকে দেখুন একবার। মুখদর্শন তো করতেই হবে। অন্য কেউহলে এটার জন্য হাজার দুই নিতো। আমি তো মাত্র অর্ধেক নেবো। আসুন কাছে আসুন।
না - আ - আ, বাবা, তুমি দেখোনা। শিপু আর্তনাদ করে ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরলো। অন্য মেয়েরাও কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে জড়িয়ে ধরলো।

শুধু মুহূর্ত কয়েক নিবারন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। মালতীও আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকলেন। তারপরেই ব্রাহ্মণ্যতেজ আবার জ্বলে উঠলো। দূর হ' আমার চোখের সামনে থেকে, তোদেরই জন্য তো এসব করতে হচ্ছে । সে মৃত না হলে আমার বংশে কলঙ্ক লাগবে, তোদের বিয়ে দিতে হবে না ? তখনতো বলতে হবে আমি সধর্মেই আছি, সবর্ন ছাড়া মাঙ্গলিক করি না। আমার কাছে সে মৃত। সেটা শুধু মুখে বললেই তো হবে না। অনুষ্ঠান করতে হয়। য তোরা এখান থেকে। কিছুটা ঠেলেই সরিয়ে দিলেন ওদের। --দেখুন চত্রবর্তীবাবু, এই হচ্ছে আপনার মরা মেয়ে। তোমরা সবউঠোনে বসো মায়েরা। এখন অন্ত্যেষ্টি করতে হবে।

শিপুরা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে ঘরে ঢুকে পড়লো। অর্জুন তো সেই চলে গেছে। আর আসেইনি।
---পুত মশাই, মন্ত্র আমি সবই জানি, আপনি শুধু নিয়মরক্ষার জন্য ধরতাইটা দেবেন। বাকিটা আমি বলে নেব।
---মাস্টার মশাই, বেশ কিছু মানুষের প্রবেশ, সঙ্গে হা। তার হাতে একটা বড়ো ব্যাগ। একজন বললেন,
---মাস্টারমশাই, আমি জেলা পরিষদের সদস্য। এনারা সব গ্রামের বিভিন্ন উন্নতির ব্যাপারে জড়িত । উনি পঞ্চায়েত সদস্য। আর হাকে তো আপনি জানেন ই, আপনার ছাত্র, আমরা সোজাসুজি আপনার ছাত্র না হলেও আপনাকে জানি ও মান্য করি,
---আরে ব্যাপারটা কী বলুন ওনাকে। খাওয়া দাওয়া হয়নি, আমারও ত্রিয়া কর্মে ব্যাঘাত হচ্ছে।
---ঠিক এই ধরনের ত্রিয়াকর্ম আপনি আর যাতে না করতে পারেন সেটা আমরা দেখবো। মাস্টারমশাই, মেয়ে বেঁচে থাকতে এই যে কান্ডটা হচ্ছে, সেটা নিয়ে আর একবার ভাবতে অনুরোধ জানাচ্ছি।
নিবারন নিত্তর।
---স্যার,
---মাস্টারমশাই, যাকে মনে মনে ত্যাগ করেছেন, সে তো এ সংসারে আসবেই না। তাহলে আর এ সবের দরকার কী? আপনার ত্রোধের আগুনে সে তো এমনিই পুড়ে গেছে, এ পুতুল পুড়িয়ে আর পুতের ট্যাঁক ভরিয়ে আপনার লাভকী ?
---শোন হে বাপু, পুতকেও পরিশ্রম করেই খেতে হয়। অতই যদি ঘেন্না, তাহলে পুজো আর্চাগুলো তুলে দাও না।
---শুনুন, শুদ্ধ পূজো আর্চায় মনের শুদ্ধি হয়, আপনি দেখানতো এই ত্রিয়াকর্মে আপনি ক'জনকে শুদ্ধ করতে পারছেন । সবগুলোই তো কাঁদছে।

---আমি আমার বাড়িতে, আমার পরিবাবের মধ্যে যা করছি তাতে কী কারও অসুবিধা হচ্ছে ? রাজনীতির লোকেরা যখন অপোনেন্টের কুশপুত্তলিকা দাহ করে, তখন কিন্তু তারা অনেকের অসুবিধা করেই করে । আমার দ্বারা কী কোন বায়ু-দুষন, শব্দদূষন, পরিবেশ দুষন হচ্ছে ? তাহলে আপনারা এখানে এলেন কেন? বুঝতে পারি, আপনদেরকে হাই এনেছে। আমি কিন্তু আপনাদের ডাকিনি।

---ঠিক আছে মাস্টারমশাই, আমরা উত্তর পেয়ে গেছি। আপনি আমাদেরকে ডাকেন নি, তবুও এসেছিলাম, ভেবেছিলাম একজন সিনিয়ার টিচারকে যুত্তির পথে আনতে পারবো। আমরা যাচ্ছি। একটা কথা বলে যাই। যে দু-চারজনকে আপনি বাড়িতে ডেকেছিলেন, তাঁরা কেউ আসবেন না। আমাদের যুত্তি তাঁরা বুঝেছেন। হা তুমি কী যাবে ?তঁরা চলে গেলেন।
নিবারণ অত্যন্ত রাগের চোখে হার দিকে তাকালেন। যেন সে গেলেই ভালো হয়। হা ওসব গ্রাহ্যই করলো না।

---না, না, আমি পরে যাবো। তবে আমার স্থান এখানে নয়, আমি আমার ভাইবোনদের কাছে থাকবো।

বলেই সে ব্যাগটি নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো । তারপরে সবচেয়ে ছোটো মেয়েটাকে কাঁধে নিয়ে সকলকে ধমকদিল, ---কাঁদছিস কেন ? কিছুই তো হয় নি। ওখানে কিছু কায়দা কানুন হচ্ছে। আর তোদের কান্না ওখানে পৌঁছবে না কী ? ওরা সব বধির, শোনে ও না। আমি তো সকাল থেকে কিছুই খাইনি, তোরাও খাস নি। এই দেখ, এই ব্যাগে ফল এনেছি, লুচি মিষ্টি এনেছি। আয় আমরা সবাইখাবো।

পুরোহিত সম্বিৎ, ---যত্তো সব ! নিন আরম্ভ কন, ওরে পিন্ড তৈরির জন্য মাটির সরাটা দে, ওটা তৈরি হতে থাকে । বৌমা, মেয়ের একটা কাপড় দিন, আর সাতটা কাঁসার টুকরো দিন, চন্দনও লাগবে, সবই তো আমি লিস্ট করে দিয়েছিলাম। ফর্দর জিনিসগুলো বরং আমার কাছে রাখুন।

বেশ কিছু কাক শালিক বিবিধ খাবারের লোভে এই অদ্ভুতদৃশ্যের পর্যবেক্ষক ছিলো। বাড়ির প্রসাদ লুব্ধ কুকুর ও বেড়াল দম্পতি ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থেকে আসন্ন ভোজের কল্পনায় আবেশে চোখ বন্ধ করছিল নাতি অনাগত ক্ষতি বা প্রাপ্তি হ্রাসের ভয়ে মাঝে মাঝেই তাদেরকে তাড়া লাগাচ্ছিলো।
---নিন, এখন মানুষের সাতটা ছিদ্রে সাতটা কাঁসা রাখুন। তারপর গায়ে চন্দন দিন, হ্যাঁ হয়েছে, এরপর কাপড়টা পরান। ওই মোটামুটি জড়িয়ে দিলেই চলবে। হ্যাঁ। এবারে এই কুশগুলোকে নিয়ে মাটিতে চড়িয়ে দিন।
আচ্ছা, তারপরে মড়াটাকে দক্ষিনদিকে মাথা করে শোয়ান। আঁ হ্যাঁ, হয়েছে, হ্যাঁ চিতার তোলার সময় মড়াটার মাথায় একটা লাল নারকেল দিতে হবে।
---ও ;, ভগবান ! শিপু ক্ষুব্ধ,--দাদা, বলে দেনা বার বার মড়া মড়া না বলতে । সেজদিকে যে মড়া বলবে, সেই মড়া।
বলা বাহুল্য সকলের কানে পৌঁছবার মতই গলা।
---শিপু ! মালতীর দাঁত চাপা শাসন।
---নিন, পিন্ড টাকে নেড়ে চেড়ে নিয়ে অর্ধেক ওই পাশে ফেলে দিন। বাকি অর্ধেক কলাপাতায় ঢালুন। ওটাই প্রেত খাবে।
অপেক্ষমান উচ্ছিষ্ট ভোগিরা সচল হোল।
---হ্যাঁ, এবারে একটু গোবর লেপে বাঁ হাঁটু মাটিতে রেখে পৈতেটা ঘুরিয়ে পন। তারপর বলুন, --- ওঁ অপহাতসুরা---।
ছোট মেয়ে দুটি হাদার সঙ্গে খুনসুটি করতে করতে পুরোহিতের দিকে মুখ ভ্যাঙাচ্ছিল। অর্জুন হার দেওয়া ফল, মিষ্টি, লুচি খেয়ে খাটের উপর গোঁজ হয়ে বসেছিল।
---হ্যাঁ, এবারে একটা চারকোনা ঘর কাটুন। তার জায়গাটা কুশ দিয়ে ঢাকুন....হয়েছে ? এবার প্রেতকে আহ্বান কন --- ওঁ, এহি প্রেত---।
মৃতা নয়, তবু জোর করে মৃত্যু ঘটানো হচ্ছে। অর্জুন ভাবে, ভালো লাগে না, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারে না। কলেজে পড়েছিলো জে এম ব্যারির সেই বিখ্যাত উক্তিটি, ---টু ডাই উইল বি অ্যান অ-ফুলি বিগ্ অ্যাডভেঞ্চার। তপুরে, তুই বেঁচে থাকতেই আমরা তোর অ্যাডভেঞ্চারের প্রহসন দেখছি। এ যে সহ্য করা খুব কঠিন।
---হ্যাঁ, এবারে ওই কুশগুলোর উপর তিল ছাড়াতে হবে। বাঁ হাতে এই কুশমূল নিন আর ডান হাতে এক গন্ডুষ জলের সঙ্গে তিল নিন। হ্যাঁ, তারপর ওই ছড়ানো কুশের উপর তিল জল দিন, তারপর মন্ত্র বলুন-- ভরদ্বাজ গোত্র প্রেত--।
মার্ক্স ঠিকই বলেছিলেন --- রিলিজিয়ন ইজ দা ওপিয়াম অফ পিপ্ল। কী নচ্ছার আচার সব ! জ্যান্ত মানুষের প্রেতকে আহ্বান করছি ! মৃত মানুষের প্রেতকে আহ্বান করাইযে কতো কঠিন, একবার প্লানচেট করতে গিয়ে দেখেছে অর্জুন। কতো অনাচার, কতো অত্যাচার ইনা করা হয় ধর্মের নামে ! স্রেফ বাবার জেদের জন্য এই ভন্ডামি গুলো হচ্ছে। বোনগুলো মুখশুকিয়ে বসেছিল। হাদা আসতে একটু স্বাভাবিক হয়েছে।
---এ বার বাঁ হাতে এই কাঁচা পাতাটি ধন। এতে তিল আর জল দিন। তারপর ওই অর্ধেক পিন্ডে তিজল ঢালুন। ঢেলেছেন ? এবার মন্ত্র বলুন --- ভরদ্বাজ গোত্র প্রেত--।

দিদিটার কী সাহস, শিপুভাবে, বাবাকে ফিরিয়েই দিলো, আর বাবার কি রাগ। দিদিটা কী করছে কে জানে ? সে তো এতে া কান্ড কিছুই জানে না। আর এদিকে ওই বুড়ো শকুনটা কী অংরং মন্ত্র পড়াচ্ছে বাবাকে। ভুলভাল উচচারণ। আমরা হলে কতোবার যে মার খেতাম তার ঠিক নেই। বলে কী না পিন্ডি দিয়েছে। প্রেত এসে পিন্ড খাবে। দিদি হয়তো ওদিকে মাংসভ াতে খাচ্ছে। তুই মর্। মারো গুষ্টির পিন্ডি খা।
সৌভাগ্যের কথা, কোনটাই উচচারিত নয়।
---হ্যাঁ, এবারে পিন্ডের সরাটা ধুয়ে পিন্ডের উপর চাপিয়ে আপনি স্নানে যান। ওরা সেই ফাঁকে চিতাটা সাজাক।
নিবারন স্নানে গেলে হা বাইরে এলো। মেয়েগুলো সবাই হুটোপাটি করছিলো খাটের উপর। ওরা একটু সহজ হয়েছে। হা এসে বললো,
---কাকিমা, ব্যাপার টা কী ভালো হোল ?
---কী জানি বাবা। প্রথমটা আমি ওনার মতেই মত দিয়েছিলাম, এখন কষ্ট পাচ্ছি,
---আপনার কী মনে হয় এতে স্যার শান্তি পাবেন ?
---তাই কী হয় ? তিপু ওঁর খুবই প্রিয় ছিল। সে অধর্ম করেছে। অন্য জাতে বিয়ে করেছে।
---কাকিমা, বিয়েটা কী ধর্মের সঙ্গে হয় ? একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ের বিয়ে হয়, তাদের গায়ে কী ধর্ম লেখা থাকে ?
---কী জানি বাবা।
ছোট খাটো একটা চিতা সাজানো হোল। হার কেমন যেন মানে হোল আশিক্ষা, অজ্ঞতা এবং অশুভবুদ্ধিকেই চিতায় তোল া উচিত, তা না করে শুভবুদ্ধি কেই চিতায় তোলা হচ্ছে, নিবারন আবার এসে বসলেন। হা শিপুরা ঘরে ঢুকলেন, ---নিন এবার মড়াটাকে চিতায় তুলুন। মাথা দক্ষিন দিকে রেখে চিৎক রে শুইয়ে দিন। মাথার উপর এই লালরঙের নারকেলটা র াখুন। ঠিক হয়েছে। ওরে কিছু কাঠ চাপা দে। এবার মন্ত্র বলুন, ওঁ, দেবাশচাগ্নিমুখা.....।

বিচিত্র হিন্দু ধর্ম। কখনো পোড়ানো হয়, কখনো ভেলায় ভাসানো হয়। কখনো নদীতে কখনো সাগরে ফেলা হয়। আবার দু'বছরের কম বয়সের মৃতদের মাটিতে পোঁতা হয়। আর দুর্ভাগারা কখনো বা শেয়ালকুকুরের খাদ্য হয়,
---ওরে একটা কাঠে আগুন ধরিয়ে ওনাকে দে, এবার এই কাঠটাঁ নিয়ে চিতা প্রদক্ষিন কন আর বলুন, -ওঁ কৃত্বা তু.....।
হা ঘরের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল,
---কোন কথা শোনার ও দরকার নেই, কোন কিছু দেখারও দরকার নেই।"
ব্যস এইবার দক্ষিনমুখো হয়ে মাথায় আগুন ঠেকান, এ-এই, যারে পারমানিক। বাকিটা তুই করে দে। মিনিট পাঁচেকল াগবে।
ছোট্ট জিনিস । পুড়তে সময় লাগলো না। ঘি মেশানো যব পোড়ার জন্য একটা যজ্ঞশালার মতো গন্ধ উঠলো। আরোপিত শ্মশান, তবু পোড়ামানুষের শ্মশান সুলভ গন্ধ নেই।
এবার এই বারো আঙুল সাইজের কাটের টুকরো সাতটি নিন। সাতবার চিতা প্রদক্ষিন কন, আর এক একটা টুকরো চিত ায় দিন প্রতিবার।
যে গেল, সে তো যায়-ই । রেখে যায় অশেষ দায়। হা ভাবে, এতো আচার অনুষ্ঠানে কী মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে ? যে আচ ারে মনের তাগিদ নেই, সেখানে শ্রদ্ধার আসন তো শূন্য। এ যেন বারোয়ারি পূজো। বহিরঙ্গের পূজো। নির্মোক মোচনের কোন ব্যাপারই নেই
---হোল ? এইবার এই কুঠারটা নিয়ে চিতায় সাতবার আঘাত কন, আর মুখে বলুন, ---এব্যাদায় নমস্তভ্যম্। হ্যাঁ, ত ারপর এই ঘটটি নিয়ে সাত ঘট জল দিয়ে চিতা নিবিয়ে দিন। ওরে নাপতে, তুই ও একঘট জল দিবি। তারপর চিতার জ ায়গাটা পরিস্কার করে দিবি, আর শোন, অল্প একটু পোড়াকাঠ রেখে তারউপর একঘট জল চাপিয়ে দিবি। নিয়ম হচ্ছে, ত ারপর চিতার আগুন আর দেখা চলবে না। আচ্ছা, এরপরে আবার স্নানে যান। নাপতে, তুই ও স্নানন করবি। এতক্ষনে দরজা খুলে অর্জুন বাইরে এলো। দেখলো, বাবা অবসন্ন । কাছে গিয়ে বাবাকে ধরলো। বাবা তার হাত ধরে স্নানের জন্য

গেলেন। হা শিপুরাও বাইরে এলো। পুরোহিত ব্যস্ত, ---ওরে জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে নে, গামছাটা নে। উঠোনে মোট ামুটি যা আছে সবই নে, ওগুলো তো গেরস্ত মানুষের ঘরে তোলা যায় না ! ঘরে গিয়ে কাচাকাচি, শুদ্ধিকরন কতো কী বা কি আছে, বৌমা, একটু জল দেবে।

মালতী বুঝলেন মেয়েদের বললে এনে দেবে না। তারা তো ফুঁসছে। তিনি নিজেই গিয়ে এক গ্লাস জল, এক গ্লাস শরবৎ করে আনলেন। নিবারণ স্নান সেরে আসতেই পুরোহিত বললেন, ---আমাদের এবার বিদায় দিন চত্রবর্তী মশাই। কুশপুত্তলিকার জন্য হাজার খানেক আর আজকের দক্ষিনা পাঁচশো। মোট পানেরোশো টাকা।
---বাপরে, হা চমকিত, --কী আছে ওই মালটাতে যে একহাজার টাকা দাম ?

---আছে আছে। ওটাতে আছে আমার পরিশ্রম আর নিষ্ঠা। যে বেঁচে আছে তাঁরে প্রেতলোক পাঠানো হোল। এতে ভালো ভালো প্রেতগুলো খেপে যাবে না ? তারা আমার ক্ষতিও করতে পারে। প্রেতযোনি কী সবার জন্য । আমি তোমাকে সব বলে দিচ্ছি, তুমি আমার কাজটা করো দেখি। চত্রবর্তী বাবু, তাহলে আমি যাচ্ছি, কারন এসব নাস্তিকদের সঙ্গে অতো কথা আমি বলতে পারবো না। হ্যাঁ, শেষটা বলে যাই। আপনি আর নাপিত দু'জনেই আগুনের তাপ নিয়ে ঘি, কাঁচাচাল আর নিমপাতা দাঁতে কাট বেন।
চলে যাবেন না পুতমশাই, নিবারন হাত জোড় করলেন, ---আমি এখুনি আসছি।
---ঘরে গিয়ে পনেরশো টাকা নিয়ে পুরোহিত কে দিলেন।
---চিন্তা করবেন না, শ্রাদ্ধ যদি আমিই করি, কমসম খরচে করে দেবো, আচ্ছা চলি।
---স্যার আপনার ও কাকিমার জন্য কিছু ফল আর মিস্টি আছে। এখনতো খেতে বাধা নেই, আমি তো বলেছি আপ াদেরকে আমি ছাড়তে পারিনা। তারই সঙ্গে এই কাজও আমি সমর্থন করিনা, আপনাদেরকে খাওয়ানোয় কী কাটতে হয়ে কেটে নিন, নাপিত দাদাকেও ছেড়ে দিন।
এতক্ষনে নিবারনের শুকনো চোখ সজল হোল।

--নিদাঘে মলয়--

অর্পিতা ও সুজাতা বাজারে গেছিলো, ছোট মফস্বল টাউনে যেমন হয়। একটিই বাজারি। মোটামুটি সবই পাওয়া যায়। শহরের ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র এই বাজারটি। এক কালে সম্পূর্ণ অঞ্চলটায় শালবন ছিলো। গাছ কেটে জন বসতি হয়েছে। আদিকাল থেকেই মানুষ যেখানে যে রকম পেরেছে, গোষ্ঠী বদ্ধ হয়ে থাকতে চেয়েছে । বন্যপ্রাণী, বহিরাত্রমন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়--- এসব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের সঙ্গবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এখনও আছে, কিন্তু উপলব্ধিটা চলে গেছে। মানুষে মানুষে ঐক্যবদ্ধ থাকার অটল বেদিটাই আজ ফাটলে জরাজীর্ণ, এবং তার মূল কারন হোল-- না, এখন থ াক সে কথা।
ওরা দুজনে বাজার করে কোয়াটারে ফেরার সময়েই দেখলো তিনটি রিক্সা ভর্তি লোকজন অদুরে কোয়াটারের সামনে ন ামলো।
---কার গেস্ট গো ? অর্পিতার ফিস্‌ফিস্‌।
দূরে থেকে সুজাতা শুধু শ্বশুর মশাইকে চিনতে পারলো।
মনে হয় তোদের কল্যানদার বাড়ির লোকজন। কী হবে রে ? ওকেও তো দেখছি না, কাল তো বাড়ি গেছিল।
---কী আবার হবে। চলো আমি ও যাচ্ছি।
একবারই কল্যানের বাড়ি গেছিল সুজাতা। সে ও কলেজে পড়ার সময়। একদিন অর্জুনই জেদ ধরেছিলো কল্যাণদের বা

ড়ি দেখবে বলে।শ্বশুরের মুখটা মনে আছে। বাকি সবার ছবি দেখেছে।
ওরা দুজন দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দেখল। ওনারা দরজা বন্ধ দেখে নেমে আসছেন।শ্বশুর সুজাতাকে দেখেই চিনতে পারলেন, ---এই তো আমার মা !

এই এক সম্বোধনে সুজাতার সমস্ত মন প্রান যেন জুড়িয়ে গেল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো যে অর্পিতার চোখমুখ ও উদ্ভাসিত। সে-ই সুজাতার কম্পমান হাত থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুললো। সকলে ঘরে ঢুকলো । সুজাতা ও প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে গায়ে আঁচল দিয়েশ্বশুরকে প্রনাম করলো । অনুমান করলো পাশের জনই শাশুড়ি । তাঁকেও প্রনাম করলো।
---বৈদি সবগুলো প্রনাম এখনই করে ফেলোনা।
বোঝা গেল সে অম্লান। কল্যানের পরের ভাই। কলেজে পড়ছে।
---তোর সঙ্গে ভাব হতে না হতেই আমার মাকে জ্বালাতে আরম্ভ করলি ?
---মেসোমশাই, আমার কিন্তু রাগ হচ্ছে,-- অর্পিতা - কপট।
---কেন দিদি ? অম্লান প্রতিপ্রশ্ন।

---আমার দিদিটা, কল্যানদার বউ, না হয় মা হোল। আর আমি ?শ্বশুর হাহা করে হাসলেন। অর্পিতার মাথায় হাত রেখে বললেন, ---তুমি তো আমার আসল মা। আমার ভুল ধরিয়ে দিয়েছো, তাই বড়ো মা। ঠিক তো ? এবার আমরা কে কী , তাই বলে দিই, আমি তোমার কল্যানদার বাবা, ইনি মা, ওটা হচ্ছে বড়দা, পাশে বড় বৌমা আর এরা দু'জন আমার বাকি দু'ছেলে, অম্লান আর অন।

অর্পিতাও প্রনাম পর্ব আরম্ভ করলো। বড়দা বললেন, ---আমরা দু'জনেই আগে ভায়ের বউকে সামাজিক বিয়ে দিয়ে বরন করি। তারপর বৌমা ও তাঁর বোনের প্রনাম নেবো।
---ও বড়দা, এটা জববর। প্রনাম দিতে হবেনা, হাত মেলান, আমরা কবে থেকে কল্যান দাকে বলছি - নো উলু, নো শাঁখ, নো শুভদৃষ্টি, নো বিয়ে, মুহূর্তে পরিস্থিতি মধুর হয়ে গেল।
---মাসিমা, বড়দি, যা যা এনেছেন সব বের কন। আমি এক মিনিটে ঘুরে আসছি ---ঝড়তুলে চলে গেল প্রগলভা।
---আপনারা বসুন,

---বসবো তো বটেই। তার আগে বলি। কালই ওই হতভাগা খবর টা দেয়, তোমাকে তো আমরা আগেই দেখেছি। প্রথমে খবরটা পায় তার বৌদি, বৌদি থেকে দাদার, দাদা থেকে মা এবং আমি। আমরা কালই একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।তোমাদের রেজিষ্ট্রি বিয়ে হয়েছে, ঠিকই আছে। কিন্তু আমরা সবাই তো সমাজে বাস করি, একটা সম্মান আছে, অতএব সামাজিক বিয়ে হবে , তিন সপ্তাহ বাদে একটা শুভদিন আছে। বাবা রাগ করেছেন তাতে কী হয়েছে ? আমাদের পরিবারের পুতমশাই নিজেই কন্যাদান করবেন, আচছা আজ কী ডিউটি আছে মা ?

---আজ থেকে আমার নাইট ডিউটি বাবা। ও কোথায় ?
---কল্যান সদরে গেছে । কার সঙ্গে যেন দেখা করবে। আমরা আসবো তা জানে। দেখ, এক্ষুনি এসে যাবে।
---মেজ বৌদি, আজ তোমার রান্না নাস্তি। আজ রান্নার পাট মা আর বড়ো বৌদির । আমরা সব নিয়ে এসেছি। তুমি ম্যাক্সিমাম খাবার জল সাপ্লাই দিতে পারো।
সুজাতা হেসে ফেলল, ---ওই কাজটা আমার মাননীয় দেওরদের উপর অর্পন করলাম।
---ওমা, বৌদির জন্য কী এনেছো, ওটা বের করো।
---এসে গেছি, অর্পিতার ঝটিকা সংকেত, হাতে ক্যামেরা
শাশুড়ি ব্যাগ খুলে একটি গহনার কৌটা থেকে একটি সুদৃশ্য হার বের করে বড়ো জার হাতে দিলেন।

---কাল রাতেই তোমার বাবা স্যাকরার কাছ থেকে এই রেডিমেড হার টি কিনেছে। দেখো পছন্দ হয়েছে কিনা ।না হলে ও আজকে পরো কয়েকদিন বাদে অর্ডার দিয়ে তৈরি করাবো।
---দাঁড়ান মাসিমা আগে আমরা দেখি, তারপর দিদি পরবে।
---আমরা মানে কী রে ? সুজাতা সংশয়,
---ক্রমশ প্রকাশ্য। আপনারা বসুন। আমরা মেয়ে পক্ষ। আমি চা বানাবো তার আগে সবার একটা গ্রুপ ফটো তুলবো।
---তোর কল্যানদা এলো তুললেই তো হোত।
---ঠিক বলেছিস। ঠিক আছে, সবাই হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে টিভি খুলে বসুন। তাই হোল । সকলে হাত মুখ ধুয়ে ফেলল। অর্পিতা রান্না ঘরে গিয়ে চা-এর জল চাপাল।
---ছোট দিদিমনি, আমি এসে গেছি। কল্যান কখন ঢুকে রান্না ঘরে উঁকি দিল,
---আমার চাও হচ্ছে তো ?
---শুধু আপনার নয়, আরও বেশি হচ্ছে।
---কেন রে, সুজাতা স্নিগ্ধ। ---আর কে আসবে ?
আর্পিতা ভ্রূভঙ্গি করে তর্জনী ঠোঁটের উপর রাখলেন। কল্যান হেসে বাথমে গেল।
---মেসোমশাই, সুজাতাদি করে আপনাদের ঘরে যাচ্ছে বলুন।
---যে দিন তোমরা যাবে মা।
---দান !
বলতে বলতেই মিঠুদি, রানুদি, বিপাশারা ঢুকে পড়লো সবেগে,
---এসে গেছি, কনে পক্ষেরা, মিঠুদি হাস্যবদন,

সুজাতা পরিচয় করিয়ে দিলো। কল্যান এসে সবার সঙ্গে বসলো। এবং তারপর খবরটা ভাঙলো যে সে স্কুলসার্ভিস কমিশনে সিলেক্টেড হয়েছে। সুজাতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ব্যাপার টা অতসহজ নয় দিদিমনি এতো হবে সিলেকসন হল এখন কোথায় দেয় বা আদয় দেয় কি না দেখ। এস -এম -সির উদ্দেশ্যটা হোল টাকা খাওয়া বন্ধ করা ।তাই কী হয় ? যাদের পাওয়া অভ্যাস, তারা কী অতো সহজে ছেড়ে দেবে ? যাক, সে কথা। আজকের অনুষ্ঠানটা হোক।

মিঠুদি আবার সরব, ---আমাদের প্রথম অনুষ্ঠান গৃহ সুগন্ধিকরন। ধুপদানি চাই। গোলাপজল হলেও চলতো। অন্যথায় মফ্রেশনার। বিপাশা তৎক্ষনাৎ ব্যাগ থেকে একট প্রিমিয়ার ম ফ্রেশনার বের করলো । মিঠুর গর্জন - ক্যামেরা ম্যান ! সরি, ক্যামেরা ওম্যান।
---দ্বিতীয় অনুষ্ঠান, পিছনের বাগান থেকে চুরি করা রক্ত গোলাপ দিয়ে বরপক্ষ বরন। সময় ছিলো না, তাই চুরি। পরের ব ার আর চোরাই মাল হবে না। সকলের জন্য দুটি করে দু বারের চারটি ।
সকলেই হেসে উঠল।
---আমাকেও একটি দিস--- সুজাতা কপট করন।
---থাকলে পাবি। তুই কনে। তোর এতো নোলা কীরে ?
---দেখা গেল পরিবারের কনিষ্ঠটি অম্লানের সঙ্গে কানাকানি করছে। অম্লান হাঁড়ি ভাঙলো।
---দিদি, ভাই বলছে ওর তো তিনটে পাওয়ায় কথা । কারন ও হোল নিতবর।
বড় বৌদি স্বভাবে শান্ত। তিনিও বলে ফেললেন, "ওর পেটে পেটে এতো।
অন লজ্জা পেয়ে বড় বৌদির পিছনেই লুকিয়ে পড়লো। বড় বৌদি অত্যন্ত স্নেহের দেবরকে জড়িয়ে ধরলেন।
---তাই হবে, বড় চারটি। নিতবর তিনটি । বিপাশা
বিপাশার তথা করণ, দেখা গেল ফুল অনেক আছে। ওরা সবাই একটি করে ফুল চুলে গুঁজে ফেললো, ক্যামেরা সচল।
---তৃতীয় অনুষ্ঠান, মিষ্টান্ন ভক্ষণ; এবার রানুদির অভিভাবিকা সুলভ সুর,---সবাই হাত লাগিয়ে চা, বিস্কুট, সন্দেশ

পরিবেশন করলো।
---জানো মিঠুদি, মাসিমারা সুজতাদির জন্য একটা দান হার এনেছেন, দেখান না মাসিমা।
---দেখান না মাসিমা, বিপাশা উদগ্রীব
---এই যে মা।
মেয়েরা হুমড়ি খেয়ে পড়লো।
---খুব সুন্দর হয়েছে, রানুদি, ---সুজাতাকে খুব সুন্দর দেখাবে।
---কেন, আমাদের দিদি তো এমনিতেই সুন্দর, বিপাশা প্রত্যয়,
---হ্যাঁ, বৌদি দান সুন্দরী, অম্লান মন্তব্য।
---ভাই, বৌদির সৌন্দর্য নিয়ে না বলে বরং যখন নিজেরটি হবে, তার সৌন্দর্যের প্রশংসা কোরো, মিঠুদি।
---আরে তোরা কথা বলবি, না হারটা পরাতে দিবি ? অর্পিতা ক্যামেরা রেডি ? রানুদি সচকিতা।
---হ্যাঁ, ক্যামেরা রেডি, বিপাশা, শাঁখাও।
শাঁখ বাজলো। শাশুড়ি হাটি পারিয়ে ধান দুর্বা দিয়ে আশীর্বাদ কললেন ।শ্বশুর ও করলেন। দাদা বৌদি করার পরে অম্লান ডান হাতে ধান দুর্বা নিয়ে, বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কনুইটিকে ধরে আর্শীবাদের ভঙ্গিতে এগিয়ে এলো। সুজাতা হেসে শ াশুড়ির পিছনে লুকলো।
---এই শয়তান। তুই তো প্রনাম করবি বৌদি কে। তুই আবার ধান দুবেবা নিয়েছিস যে।
---আরে তাই তো করবো, অম্লানের মস্তক কন্ডূয়ন, --ধান দুবেবাটা বৌদির হাতে দিয়ে আমি প্রনাম করার তালে ছিলাম । আর বৌদি আমাকে আশীর্বাদ করবো। তা দেখো, বৌদি কী কৃপন আশীর্বাদ টুকুও দেবে না।
---ম্যানেজটা ভালোই দিলি, আমু, কল্যান হাস্য।
---সকালে যখন আনন্দ করছে তখন আমি একটা ছোট্ট কথা বলি। আজ থেকে তিন সপ্তাহ বাদে আমি মাকে ঘরে নিয়ে য াবো। আমার এই মায়েরাও যেন সবাই যান।
---কোন চিন্তা নেই মেসোমশাই, মিঠুদির নিশ্চিন্তকরন, ---আমার দল বেঁধে গিয়ে হুটোপাটি করবো । কন্যাকর্তা হিসাবে রানুদি আর ম্যাডাম স্বয়ং যাবেন।
---কী যে বলেন দিদি, কল্যান সংশয়, ---ম্যাডাম তাঁর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিড্ কাজ ছেড়ে সময় পাবেন ?
---অবশ্যই পাবেন। সে দায়িত্ব আমাদের। তবে ব্যাপারটা কী ভাবে হবে জানলে আমরা সে ভাবে ছুটি নেবো।
---ওই দিন সকালে একটা ছোট অনুষ্ঠান করে আমাদের পুরোহিত কন্যা সম্প্রদান করবেন, অন্যান্য আচার, বধুবরন ত াপরেই হবে। গাঁজায়গা তো । তাই দুপুরেই অতিথি আপ্যায়ন,
---সন্ধ্যায় বাসরঘর, রাত্রে ফুলশয্যা, --- অর্পিতা সংযোজন।
--- সুজাতা কবে যাবে ?
---তার আগের দিন দুপুরে বা বিকালে।
---তাহলে সুজাতার সঙ্গে আমাদের দু'জন যাবে, পরের দিন সকালে বাকিরা যাবে।
---হ্যাঁ সেটাই ঠিক। দু'জন বন্ধু থাকলে মায়ের সুবিধাই হবে। তবে আমি চাই সবাই মিলে আগের দিন চলুন।
রানুদি বিষেন, --- সেটা একটু মুস্কিল। তাহলে সবাইকে দুদিন ছুটি নিতে হবে। তাতে হাসপাতালে অসুবিধা হবে। আমরা সকালেই যাবো।
---হ্যাঁ, খুব সকালেই যাবেন দিদি, কল্যানের অনুনয়।
---কেন ভাই, তোমার সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ ? তোমার বৌতো তোমার বাড়িতেই থাকবে।
---না না, কোন চিন্তা নেই কল্যান দা। বিরাট পল্টন ভোরেই বেরিয়ে যাবে, অর্পিতার চেতাবনি, ---ভয় না পেলেই হোল। মর্নিং টি দিয়ে ওখনকার প্রোগ্রাম শু হবে।
---ভয় পাওয়ার কোন সিন নেই দিদি, অম্লান অ-ম্লান, কতবড়ো পল্টন আপনার নিয়ে দেখবো। আপনারা ভোরে আসুন আমরাও রাত থাকতে রেডি থাকবো।

---ওঃ, ভায়ের দেখছি খুব তাড়া ? বিপাশা
---হবেই তো তা না হলে সেজো ভাইয়ের লাইন ক্লিয়ার হচ্ছে না। উত্তরটি এলো মিতবাক বড়ো জার মুখ থেকে,
---আচ্ছা তুই থাম, অম্লান মাতার বাধা দান, --এবারে আমাদের মিষ্টিগুলো সবাই কে দে। বড়ো বৌমা।
---হ্যাঁ, দাও তো বৌদি, আজ দিদিরা কে ক'টা রাজভোগ খেতে পারেন দেখি।
পেট সবার কিছুটা ভরাই ছিলো। অতএব রাজভোগ উদরস্থ করার জন্য স্থানাভাব দেখা গেল।
---আরে এখন তো পেট ভর্তি, ---হার - না- মানা মিঠুদি, সেদিন দেখবো। জোলাপ, অ্যান্টাসিড খেয়ে তারপর বিয়ে বাড়ি যাবো, সঙ্গে এনজইম ও নেবো।
---তাই হবে মা,শ্বশুর হাস্য ঃ --- সবাই গেলেই আমরা খুশি। তাহলে ওই ঠিক থাকলো। এখন বড়ো বৌমা আর কল্যানের মা রান্নাটা দেখুক। আমরা চাই সবার খাওয়া দুপুরে এখানেই হোক । বিকালে আমরা চলে যাবো।

---আজ আর পারবো না, রানুদি সন্ধি -সুজাতার নাইট, অপির্তার ডে-অফ, আমাদের সবাই ইভনিং। আমরা এখন যাই। অর্পিতা থাকুক আমাদের প্রতিনিধি হয়ে। আর আমি সবার সিনিয়ার হয়ে এবং একজন মেয়ে হয়ে বলছি, যাকে আপনারা বৌমা হিসাবে পাচ্ছেন, সে সুখের সংসার ই গড়বে । তার প্রধান কারণ হচ্ছে আপনাদের ছেলে ও আমাদের মেয়ে দু'জনেই ভীষন ভালো। কল্যানতো আমাদের গর্ব। ওরকম শিক্ষিত বর আমাদের কারও নেই।

সকালে নমস্কার করে বাইরে এলো। সুজাতা ও এলো---
---দিদি।
---কীরে, অশ্রুময়ী কেন ?
---আপনারা যা করলেন , এই সময়ে মা ও নেই, বাবাও নেই !
---কিছুই করিনি রে, রানুদি প্রগাঢ় সুজাতার মাথায় হাত দিয়ে কললেন, ---জীবনে এতো স্থির বিশ্বাস নিয়ে বোধ হয় কিছুই বলিনি। সুই সখি - ই হবি।

--যে নদী মপথে--
কল্যান আর সুজতা সদরে গিয়েছিলো। শুধু সদরে নয়, সদর থেকে একটু দূরের গ্রামেও গিয়েছিলো । অভয় নামে এক বন্ধুর বাড়ি। ফিরে এসে একটু থিতু হয়ে বসতেই অর্পিতা এলো।
---কী কল্যানদা, বন্ধু কী বললেন।
---আশাব্যঞ্জক তেমন নয় দিদিমনি।
---কেন ? এস এস সিতে তো সিলেটড হয়েছেন।
---তাতে কী হয়েছে ? আপাদমস্তক যেখানে টাকা খাওয়ার অভ্যাস সেখানে সরকারি ফতোয়া জারি করলেই কী আর সহজে চাকরি পাওয়া যায় ?
---তাহলে ব্যাপারটা কী হোল ?
---বলছি। চা খাবো ?
---আপনারা ক্লান্ত হয়ে এসেছেন। আমি চা করে দিচ্ছি । রাতের খাবার টাও করে দেবো।
---ও ঃ, তাহলে তো দান হয় দিদিমনি ! আমরা তোমাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবো।
---আঃ তুমি এমন ছ্যাঁচড়া না। ও বেচারা আমাদের রান্না বান্না করবে ? না রে। আমি বা তোর দাদা করে নেবো। তুই বরং আমাদের সঙ্গে খাবি।
---তাতে কী হোল ? শালির হাতে জামাইবাবু একবার খেলোই। তুমি এমন করো না। পরপর করে রাখো। সরতো।
---তাহলে এক কাজ করা যাক দিদিমনি। আমি চা করি দেখুন কেমন লাগে।
---আরে দু'জন মেয়ে থাকতে আপনি চা করবেন ? তা কী করে হয় ?

---তোমরা নারীজাতি এই অস্ত্রেই পুষদের কাবু করে রেখেছ। তবে জানতো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠরন্ধন শিল্পীরা প্রায় সবই পুষ। তা যাই হোক, আমি যখন তোমার দিদিকে বিয়ে করেছি, সব জেনে শুনেই করেছি। আমাদের দেশে পুষ রোজগার করে, মেয়েরা ঘর সামলায় । এখানে স্ত্রী - রোজগার করে, আমি আংশিক ঘর সামলাই। রান্নাটা পারি । ভালো মন্দ তোমরা বলবে।

---ও কল্যান দা, আপনি না নেহাৎই গেট।

---তোমার জন্যও একটা গ্রেট আনবো।

---তাহলে তো কুমার টুলিতে অর্ডার দিতে হয়।

---তার দরকার নেই। এমনিই অপেক্ষায় আছে কেউ আমার এই শালিটিকে পাবার জন্য। যাই হোক, তোমরা বসো। আমি চা করি।

---তবে তাই কন আমি বরং বসে বসে শুনি আজকে সারাদিন কী হোল।

---কী আর হবে বলো, এস-এস-সিতে সিলেক্টড হয়েছি, খবরটা পাকা, কিন্তু তার মানে চাকরি পাবোই তা নয়। পেলেও কোথায় পাবো তার স্থির নেই। তোমার দিদি এখানে চাকরি করে। আমাকে কোথায় ঠেলবে তার যখন ঠিক নেই তখন অসুবিধাই হবে।

---সে তো বটেই!

---তখন এক বন্ধুর কাছে গেলাম, সদর থেকে ট্রেকারে মিনিট পনের সময় লাগে।

---বন্ধুটি কী বললেন।

---বন্ধুটি আমার ওস্তাদ ছেলে। সে ও মাস্টারি করে। তাকে বললাম সমস্যাটা। এম - এতে নম্বর কম ছিলো আমার চেয়ে। দু' লাখে ঢুকেছে।

---ছ্যা ।

---ছ্যা ছ্যা করে লাভ নেই দিদিমনি। এটাই জগৎ। বড়ো কঠিন ঠাঁই নাও, চা নাও। এই তুমি নাও।

---দাণ হয়েছে। সুজাতা দি সত্যিই লাকি। চা খেয়ে আমি কিন্তু রাঁধবো। দিদি, তুমি আপত্তি করবে না। তোমার অনেক ধবংস করি। আজ এই অধিকারটা দাও । প্লিজ!

---তবে তাই হোক। তোর যখন এত ইচ্ছে, তুই-ই রাঁধ। আমি বরং হেল্প্ করি।

---বন্ধুটির ডি-আই অফিসে কিছু খাতির আছে। বললে, যেহেতু সার্ভিস কমিশনে সিলেক্টেড, নববই হাজারে হয়ে যাবে। মনোমত জায়গা পাওয়া যাবে

---বাপ্রে, অতো টাকা পাবে কোথায় ?

---লোন নিতে হবে, না নিয়ে উপায় নেই, চাকরি যে আমার বড়ো দরকার দিদিমনি। স্ত্রী চাকরি করে, আমি করি না। এতে আমার বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই। কিন্তু সমাজ তো শোনে না। কানাকানি চলেই। আমাদের বাড়িতে কিছু ব্যবসাপত্র আছে, আমি বাড়ির ব্যবসা থেকে কিছু পাই। ফুল টাইম লেগে থাকলে রোজগার বাড়বে । কিন্তু পাতি বাঙালি অভিমানে লাগে। এম-এ বি-এড করে শেষে ব্যবসায় মন দেবো? আমাদের পরিবারে আমিই একমাত্র কিছুটা পড়াশনো করেছি, অর্পিতা কাপটা ধুয়ে রান্নাঘরে গেল।

ভুলে যেওনা , আমিই তোমাদের পরিবারে একমাত্র গ্র্যাজুয়েট বউ

---ভুলিনি, এও জানি, তুমি এখনও এম এ পড়লে আমাকে ছাপিয়ে যাবে।

অপির্তা চালটা ধুয়ে প্রেসার চাপিয়ে দিলো।

---তা যা বলেছেন কল্যানদা, অর্পিতার অন্তরালোক্তি, ---সে দিন সুজাতাদি যা বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়ছিল! ও, দিদি , দু এক কলি গাও না।

---তুই গা। আমার পালা শেষ । এবার তুই বরং বোষ্টমি হ, সুজাতা কিচেনে গেল।

---ইয়ার্কি মেরো না। গাও না। আমার বোষ্টম হোক । তবে তো আমি বোস্টমি হবো।

---না, রে । বেশ আছিস। সংসার করার আনন্দ অবশ্যই আছে। দুঃখও আছে। এই তোর দাদাকে দেখ না, ওর চাকরির

দরকার জানি। মাস্টারিই ওকে মানায়, কিন্তু না পাওয়ার জন্য কেমন মনমরা হয়ে আছে। আসলে ব্যাটাছেলের অভিমানে লাগে আর কী।
---দেখেছো দিদিমনি, তোমার দিদি কেমন ঠুকছে ! আমি ভাবলাম স্ত্রী বোধহয় সান্ত্বনা দেবে। তা নয় ঠুকছে।
এবারে সুজাতা গুনগুনিয়ে উঠলো---
কহে চন্ডিদাস, শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই---
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই,
---দান ! এবার কল্যানদা ?
---উত্তর নাই। মোক্ষম জবাব, স্ত্রী জাতির মুখের কাছে পুষ চিরকাল পরাজিত হয়েছে। আমি তো কোন ছার ?
---স্বীকার করছেন ?
---অবশ্য। এবং তাতেই আনন্দ। এত বড়ো মধুর উপলব্ধি দিদিমনি। তবে তোমার দিদি মুখ খুলছে মানে সংসারে ক্রমশ ক্রমশ পোক্ত হয়ে উঠছে বুঝতে পারছি। অবশ্য মেয়েরা সংসার টা একটু তাড়াতাড়িই বুঝে ফেলে, তা সে লাভ ম্যারেজই হোক বা নেগোসিয়েশন ম্যারেজই হোক । তবে সে যাই হোক, এই মুহূর্তে রান্নাঘরের গন্ধটা ভালোই আসছে।
---দেখে ছিস ? তোর দাদা ও কম যায় না
---ছাড়ো তো । ও কল্যানদা, এই যে এভাবে চাকরি পেয়ে মানুষের খারাপ লাগে না ?
---না । এককালে হয়তো লাগতো। এখন লাগে না। এই তো শুনলাম তোমাদের হাসপাতালে পনের জনে ওয়ার্ডবয় নিয়েছে। প্রায় সববাই কে সত্তর হাজার থেকে এক লাখ ঘুষ দিয়ে ঢুকতে হয়েছে। সব জায়গায় এই ! মানুষ পকেটে য াচ্ছে। চাকরি পেলে তবে একটা ছেলে বিয়ের কথা ভাবতে পারছে। সরকার বলছে ব্যবসা করতে। বিভিন্ন স্কীমের সন্ধান দিচ্ছে। কিন্তু তাতে ও কী সমস্যা মিটছে ?
---এর কী কোন সমাধান নেই ?
---না, নেই, সম্পদের সমান বন্টন নিয়ে গলাবাজি চলে, জন তোষন চলে, বাস্তবে সেটা হয় কী ?
---কিন্তু কমিউনিস্ট, অ-কমিনিস্ট---সবাই তো সাম্যবাদের কথাই বলে।
---কাঁচকলা বলে । সবাই ধ ান্দাবাজি করছে। রাজা এবং তার অনুচরেরা মানুষের ভালোর কথা বলে নিজেদের আখের গুছোচ্ছে। এদিকে মানুষের পেট চলে না। বুলি কপচে কী হবে ?
প্রেসারে সিটি দিচ্ছিলো। সুজাতা প্রেসারটা নামিয়ে বললো,
---কী গো, আজ যে সাংঘাতিক সব কথা বলছো ! কিন্তু, তুমিওতো ধরো একদিন মাস্টারিটা পেলে। তখন এসব কথা গুলো থাকবে তো ?
---থাকবে বৈ কী দিদিমনি, একদিন তুমি আমার সহপাঠিনী ছিলে। এখন তুমি আমার সহধর্মিনী হয়েছো। তুমি মেয়ে হবার সুবাদে নার্সিং পড়ে চাকরি পেয়েছো। তার পরে বি-এ পাশ করেছো। শুধু বি-এ পাশ করে বসে থাকলে চাকরি পেতে না। আমি এম-এ পাশ করে একটা স্কুল মাস্টারিও পাই না। এখন ধরো, কোনদিন চাকরি পেলাম, তোমরা কেন ভাবছো, সেই না আসা দিনগুলোতে আমি আজকের ফ্রাসট্রেশন, আজকের ক্ষোভটা ভুলে যাবো ? চাকরি করাটা আমাদের দেশে একজিস্ট করার জন্য।
---বলছেন ? অর্পিতা রন্ধনের পরবর্তী পর্যায় শু করলো।
---অবশ্যই বলছি। দিদিমনি। যে রাষ্ট্র আমাদের পেটের ভাতের সন্ধান দিতে পারে না, সেই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আমি ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করবো তাই কী কখনো হয় ? আসলে বেকারত্ব, দরিদ্র্য এগুলো না থাকলে বাজার গরম হবে কী করে ?
---ওর বড়ো যন্ত্রনা রে অর্পিতা। এখনো নার্সিং পাশ করে চাকরি একটা জুটেই যায়, ভাবিষ্যতে তাও থাকবে না। কিন্তু জেনারেল লাইনে গেলে চাকরি জোটানো খুবই দুষ্কর।
---কিন্তু অতো চাকরিই বা কোথায় কল্যানদা ?

--- নেই। তাহলে সেটা সরকারের আগে ভাগে স্বীকার করে নিতে হবে। আন্তরিক হতে হবে নিজেদের অক্ষমতার ব্যাপারে, ভোটের আগে চাকরির মিথ্যা ফানুস ঝোলালে চলবে না, একটা দেশের লোকসংখ্যা একশো কোটির কিছু বেশি, ধরে নিলাম তার মধ্যে পঞ্চাশ কোটির চাকরি করার ক্ষমতা আছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতা নেই অতো লোককে চাকরি দেওয়ার। তাহলে বিকল্পকী ?

---তাই তো ? - - - - না , এ ব্যাপারটা সুজাতা দির উপরে ছেড়ে দিলাম। বলো না দিদি।

---আমার মনে হয় খুব গরীবদের মধ্যে ইউনুস মডেল-ই আমাদের দেশের পক্ষেও ভালো। ওই যে বাংলা দেশের মহম্মদ ইউনুস। গ্রামের অতি সাধারণ মানুষদের মধ্যে ছোট ছোট ঋন দিয়ে বাংলা দেশের গ্রামের অর্থনীতিকে অনেকউন্নত করেছেন,

---কিন্তু শহরের মানুষদের মধ্যে অতো ছোট ঋনে তো চলবে না। যে সমস্ত স্কিমের সন্ধান পাই , তার টাকাটা শেষ পর্যন্ত পাওয়া খুব কঠিন নয়, ঋন যদি সহজে পাওয়া যায়, তাহলে ব্যবসা অনেকেই করতে চাইবে, আমিও ভাবিনি ব্যাপারটা তা নয়। কিন্তু খবর নিয়ে দেখলাম এই স্কিমগুলোর কোনটাই আমাদের মনের মতো নয়।

----ই-সি লিয়ে তো মার খায়া বাঙালিস্তান, আচ্ছা কল্যানদা, ধন আপনি বুক বাইন্ডিং এর জন্য লোন লিলেন। আপনি করবেন না কেন ?

---খুব সহজ, প্রথমত , আমার ডিগ্রি পাওয়াটা বৃথাই যাবে। দ্বিতীয়ত , কলকাতার বৈঠকখানা বাজার হলে তাও একটা কথা ছিলো, এখানে কে বাইন্ডিং করাবে। গোটা কয়েক লেটার প্যাড হয়তো বাইন্ডিং করতে পারবো। তাতে কী হবে ? আমি নিদেন পক্ষে একটা প্রেস করতে পারি অফসেট মেশিন টেসিন লাগবে। ব্যাঙ্ক লোন না কী পাওয়া যায়, কিন্তু গ্যারান্টার কে হবে ? বেশি লোন পাওয়ার হুজ্জৎ অনেক বেশি, ব্যাঙ্কগুলো তেলা মাথায় তেল ঢালে। কিন্তু মাথাটা তেলা করাটাই যে কঠিন।

---তাহলে নন, বেঙ্গলিরা ব্যবসা করে কী করে ?

---যদিও কপর্দক শূন্য হয়েই এখানে আসে । তবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রচন্ড। তবে ব্যবসা তারা বোঝে, সবেতেই ব্যবসার গন্ধপায়। আমি যখন একটা মাস্টারি পেলেই বর্তে যাবো, ওরা তখন কয়েকটা স্কুল চালানোর স্বপ্ন দেখে !

---কিন্তু বাঙালীরা তো - অন্য প্রভিন্সে ব্যবসা করে।

---করে। খুবই কম। আসলে চাকরি, সম্মানীয় কোন পোস্ট, এগুলোর জন্যই বাঙালী বেশি লালায়িত। অন্যান্য ভারতীয়রা বোধহয় বুঝে গেছে, বাঙালি জাতটা চাকরি আর ইউনিয়ন করার জন্যই জন্মেছে।

---তাহলে যেটা বোঝা গেল আমাদের ভাগ্য সারাজীবন চাকরির লাড্ডুটাই নাচছে ,'বানিজ্যে বসতি লক্ষ্মী' তত্ত্বটা আমাদের জন্য নয়।

---বোধহয় তাইরে অর্পিতা। সত্যি দেখা আমরা তো ছোটবেলা থেকে সেই ট্রেনিং পাই ও না। কী ছেলে, কী মেয়ে, ছোটবেলা থেকেইজানি, চাকরি করতে হবে। মেয়েদের তাও বিয়ে হয়ে গেলে স্বামীর সংসারে থাকতে পারে। কিন্তু সেখানে ও খিটিমিটি লেগেই থাকে। তবুও বেশিরভাগ শিক্ষিত মেয়ে এখন চায় স্বামী স্ত্রী দুজনেই রোজগার করবে। তবে ব্যবসা ? সেটা নৈব নৈব চ !

---তাহলে কল্যান দা, সেই স্বপ্নটাই দেখুন, হে বেকার বাঙালি ওঠো, জাগো ! চাকরি প্রস্তুত হোক স্বপ্নে, তবে আপাতত খাদ্য প্রস্তুত !

---হয়ে ঠাঁইনড়া, এসেছিলো যারা---

ভোরবেলায় একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। তারপর আকাশ মৌনী, তবে মেঘাক্রান্ত, রাত্রে হয়তো ঢালবে, বৃষ্টির একটা বিশেষ খেয়াল আছে এ দিকে । কখনোই একটানা বৃষ্টি হয় না। খুবই বেশি হলে আধঘন্টা, কী চল্লিশ মিনিট। তারপর থেমে যায়। ভেসে বেড়ায় সোঁদা গন্ধ। পড়ে থাকে ভেজা মাটি। মাটি আগ্রাসী দ্রুততায় শুষে নেয় প্রচুর জল। বন্যা হয়না ।

কল্যান আজ বেরোয় নি। গতকাল গ্রামের বাড়িতে গেল। নিজের স্কুলেও গেছিলো। সুজাতার আজ ডে-অফ।
---কই, বৌমা কোথায় ?
পরিচিত কণ্ঠ, দুজনেই বাইরে এলো। অভিমন্যু বাবু । সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক, দু'জনেই হৈ হৈ করে উঠল, ---দাদা, আসুন,
---আরে আসার কথা তো সেদিন যাওয়ার পর থেকেই ভাবছি, হোল আর কই ? বৌমা, এ গুলো রাখ তো। আমার এক আত্মীয় এসেছিলেন সিউড়ি থেকে। সোনামুগ, শতমূলির মোরব্বা আর বড়ি এনেছিলেন । আমার তো অতো খাবার লোক নেই। তাই যথাস্থানে নিয়ে এলাম।
---ও , দান, দাদা ; আজ সাংঘাতিক ফিস্ট হয়ে যাক, তবে এসেই যেন যাবো যাবো করবেন না। মনে থাকে যেন, আসার মালিক আপনি, ছাড়ার মালিক আমরা,
---সে তো উনি আগের দিনই জেনে গেছেন। তোমার শাসনে অন্য কিছু হওয়ার জো নেই। তবে একটা গন্ডগোল হচ্ছে। আপনার সঙ্গের মানুষটি এখনো অচেনা।
---ও হচ্ছে গৌতম । সম্পর্কে আমার ভাই । তবে বুদ্ধদেব নয়, অগ্নিদেব বলা যেতে পারে।
---দান ! কিন্তু প্রশ্ন উঠবেই, নাম করনের সার্থকতা বিচার করো।
---হ্যাঁ, এটা হবু মাস্টারের মতো কথা। ব্যাপারটা হোল, গৌতম একটা সর্বগ্রাসী অগ্নিপিন্ড। কাউকে ছেড়ে কথা কয় না।
---তাহলে তো ওনার সঙ্গে অনেক গল্প করতে হবে।
---সে তো হবেই। আগেই দাদাকে আর ওনাকে হাতমুখ ধুতে দাও। আমি একটু শরবৎ করে দিই।
---দেখুন, আমি আপনাদের পরিবারে নতুন, অভিমন্যু দা যা বলবেন, সব বিশ্বাস করবেন না। একটাই কথা বলি, আপনাদের দু'জনের সম্বন্ধেই দাদা সব বলেছে। দু'জনের জীবন যুদ্ধের গল্প শুনে মুগ্ধ হয়ে আমি অভিমন্যুদার সঙ্গে আপনাদেরকে দেখতে এসেছি।
---খুব ভালো করেছেন। তবে বিশেষন গুলো বাদ দিতে হবে, ভ্যাপসা গরমে, নিন শরবৎ খান। লেবু দেওয়া আছে। তারপর হাতমুখ ধুয়ে বসুন।
---আজ বহুদিন বাদে একটা বাড়িতে যা চাই, ঠিক তাই পেলাম দিদি, শরবৎ টা দান হয়েছে, মুস্কিল হচ্ছে, আজকাল কোন বাড়িতে গরমের দিনে গেলেই কোল্ড ডিংক্স্ খেতে দেয়, কিন্তু আমাদের মনটা চায় এক গ্লাস শরবৎ।
---আর একটু খাবেন ?
---না, এখন আর নয়, এগুলো তো ভুলেই গেছি। দেশজ কালচারগুলো কেমন যেন সমাজ থেকে মুছেই গেল। যেখানেই যাই, দেঁতো হাসি আর কৃত্রিম আপ্যায়ন।
---তা যা বলেছিস গৌতম। আমাদের ছোটবেলাতেও দেখেছি মফঃস্বল শহরে শ্রদ্ধা, বিনয়, মানুষের প্রতি ভালবাসা, পরের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া,---এজিনিষগুলো। ছিলো। কলকাতায় এগুলো অল্পবিস্তর ছিল। যখন এইট কি নাইনে পড়ি তখন থেকে মানুষের কোমল বৃত্তিগুলো চলে যেতে লাগলো।
---আর কিছু মনে পড়ে না অভিমন্যু দা ?
---পড়ে বই কী। তোরা তখন জন্মাস নি বোধহয়। ঠিক সেই সময় থেকেই কমিউনিস্ট হাওয়াটা একটু একটু করে দানা বাঁধতে শু করলো, সেটা ধর তেষট্টি কী চৌষট্টি সাল। চিনের সঙ্গে যুদ্ধের পর থেকেই।
সুজাতা লুচি ভাজার উদ্যোগ করছিল, ---দাদা বোধহয় কংগ্রেসের সাপোর্টার ?
---না বৌমা, অহেতুক সাপোর্ট করা আমার ধর্মে সয় না। কারন সাপোর্ট করার মতো শ্রদ্ধেয় কোন ব্যক্তি বা পার্টিকে তো দেখিনা। সবাই মানুষের মঙ্গলের কথা বলে, কিন্তু কাজে তা দেখায় না।
---তা হয়তো ঠিক দাদা। পার্টি মানে কিছু লোকের সমষ্টি, তারা যে নীতি স্থির করে, সেটা ধরেই দেশ চলে।
---এবার বৌমা ঠিক কথাই বলেছে। সেদিন যে বলছিলাম রাজনীতি হোল শ্রেষ্ঠনীতি, সেই শ্রেষ্ঠনীতি তৈরি করা উচিৎ
---তাহলে আপনি বলছেন দাদা, কল্যান সপ্রশ্ন, ভালো ভালো ছাত্রদের পলিটিক্সে আসা উচিৎ।
---আমি তো তাই মনে করি। পড়াশুনোর ক্ষতি না করে সুস্থ পলিট্রিক্স কক না। যে পার্টিই কক না কেন, ভালো ব্রেন যতো

পলিট্রিক্সে আসবে, দেশের উন্নতি ও ততো তাড়াতাড়ি হবে, তবে পলিটিক্স করার উদ্দেশ্য আখের গোছানো হলে চলবে ন া।
---কিন্তু মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি গুলো যাবে কোথায় ? সরকার মানে তো কিছু লোকের সমষ্টি। তা লোকগুলোর কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ -- সব যাবে কোথায় ?
---সবই থাকবে। একেবারে লোভী হবেনা এমন মানুষ পাবে কোথায় ? সন্ন্যাসীর ও লোভ আছে। মোক্ষের লোভ, নামের লোভ। কিন্তু শিক্ষিত ব্রেনগুলো যতো পলিট্রিক্সের মধ্যে যাবে, তাদের লোভটা একটা সীমার মধ্যেই থাকবে। ব্যতিক্রম থ াকবে না, তা হয় না। কিন্তু লক্ষন রেখা একটা থাকবেই।
---এবার আমাদের ভাই -এর অনারে আর একবারে শরবৎ হোক। তারপর শতমূলির মোরববার। সঙ্গতে লুচি।
---দুর্দান্ত বলেছেন দিদি, লুচি তো খাই-ই। সিউড়ির মোরববা নতুন। তাই লুচি সঙ্গতে থাকাই ভালো।
---হ্যাঁ দাদা, কল্যান জিজ্ঞাসু, মোরববা তো আরও কতো রকমের হয়।
---হ্যাঁ, বেল, পেয়ারা, পেঁপে - আম, অনেক কিছুরই হয়,
---সে গুলো সব গেল কোথায় ? এখন তো বোতলভর্তি জ্যাম, জেলি, সস, আর কোম্পানির আচার,
---মানুষের সব ভালো গুনগুলোর মতো এগুলো ও চলে যাচ্ছে, গৌতম কলকণ্ঠ।
---এবার গৌতম মুখ খুলছে।
---সত্যিই তো অভিমন্যু দা। তুমি এখনই বলছিলে না, মানুষের অনেক গুলো ভালো গুন নষ্ট হয়ে গেছে। এবং সেগুলো সব কমিউনিস্টক আইডিয়া গুলো জাঁকিয়ে বসার পর।
---আমার অবজার্ভেশন তো তাই-ই।
---কিন্তু কমিউনিস্টরা তো আগেও ছিলো, তা সেই সময় হঠাৎ কমিউনিজম মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো কেন ?
তার কারন দলে দলে পূর্বঙ্গের উদ্বাস্তুদের আগমন। তদানীন্তন কমিউনিস্টরা উদ্বাস্তুদের মধ্যে ইনফিলট্রেট্ করতে লাগল। আত্মীয়তা দেখিয়ে, রেশন কার্ড তৈরিতে হেলপ, করে সবাইকে ভারতের নাগরিক বানাতে লাগলো। তাদের মধ্যে বুনতে শু করলো ক্ষমতা দখলের বীজ।
---এইবার অভিমন্যু দা মূল সুরটি ধরে ফেলেছে। তুমি তো জানো, আমি উদ্বাস্তুদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছি। পশ্চিমবঙ্গে র উদ্বাস্তরা আসে বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল ও তিববত থেকে। বর্মা, মানে আজকালকার মায়নামার থেকেও আসে কিছু। সবচেয়ে বেশি হোল বাংলাদেশি ! এদের মধ্যে ক্ষমতার আকাঙ্খা ও খুব বেশি, খেয়াল করে দেখেছো এই নির ানববই সালে বাংলার মসনদ আলোকিত করে আছে যারা সবাই বাংলাদেশি। ও বলয়ে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কেউ নেই। বিনয় চৌধুরি থেকেও নেই। লোভনীয় পোর্টফোলিও গুলো পশ্চিমবঙ্গীয় কারও হাতে নেই।
---ঠিকই তো। তাহলে এ দেশীয় কমিউনিস্টরা কাদের ভজনা করছে ? কল্যান জিজ্ঞাসু।
---সব ওপার বাংলার, একটা লোকাল কমিটির সেক্রেটারি পর্যন্ত নির্বাচিত হয় তার পূর্বপরিচয় দেখে।
সুজাতা লুচি মোরববা পরিবেশন করছিল,--কথাটা বোধহয় ঠিকই ।ভাবতে অবশ্যই খারাপ লাগে। কিন্তু আমাদেরনার্সিং অ্যাসোসিয়েশন, কিংবা কো অর্ডিনেশন কমিটি সবজায়গাতে পোজিশন যারা হোল্ড করে আছে, তাদের বেশিরভাগেই ব াংলা দেশের শিকড় আছে।
---হ্যাঁ দিদি, ব্যাপারটা পছন্দসই না হলেও এটাই সত্য। এককালে রাজনীতির মধুটা ছিলো কংগ্রেসিদের হাতে। বাংল াদেশের উদ্বাস্তুদের ক্ষমতার লোভ ছিলো প্রচন্ড। তারা জানতো রাজনৈতিক ক্ষমতাই হোল শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা, অতএব এমন একটা রাজনীতি করতে হবে যেটা অকং গ্রেসি এবং পাবলিক খাবে, অতএব কমিউনিস্টক অনুপ্রবেশ হোল ছিন্নমূলদের দরিদ্রের মধ্যে।
---তা তো হোল, কল্যানের অনুপ্রবেশ, ---কিন্তু যারা ছিন্নমূল হয়ে চলে এলো তারা যাবে কোথায় ?
---আমরা যারা এদেশে জন্মেছি তারা চিরকালই যথেষ্ট উদার, তাই বাছবিচার না করে সবাইকে স্থান দিয়েছি। যেটা অ াজকালকার দিনে কোন দেশই করে না। ইংল্যান্ড আমেরিকার মতো দেশ ঢুকতে দেয় শুধু এক্সপার্টদের । কিন্তু আমাদের দেশ সবার জন্যই খোলা। সেই সুযোগ এবং কিছুটা সেন্টি মেন্টের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশে উদ্বাস্তুরাই বেশি ঢোকে।

নেপালি, ভূটানি, তিববতিরা ঢুকে ব্যবসাপাতি করে জি রোজগার করছে, কিন্তু বাংলাদেশিরা ক্ষমতা দখল করেছে। স াম্যবাদ আর ঋিভ্রাতৃত্ব বোধের আড়ালে নেপোটিজম্ চলছে। তারা এদেশকে প্রানের সঙ্গে ভালোবাসতে পারেনি, যদিও এদেশই তাদের বুকে করে জড়িয়ে ধরেছে।

---তাহলে উপায় ?

---এ ভাবে চলতে পারে না। আসিরীয় সভ্যতা জানেন তো ? তারা অন্যজায়গা থেকে এসে সেখানে ক্ষমতা দখল করেছিলে। আলটিমেটলি চলে যেতে বাধ্য হয়। ইংরেজরাও তাই। ফিজি থেকেও মাঝে মাঝে খবর আসে। ভারতীয় বংশ থেকে আসা একজন তাদের হর্তাকর্তা। এটা স্থানীয়রা সহ্য করতে পারছে না।

---কিন্তু আমাদের এখানে আমরা তো সহ্য করছি।

---করছি, কারণ আমরা এখনো তেমন সচেতন হাতে পারিনি, ঋিভ্রাতৃত্ব বোধের পিটুলি গোলা জল গিলে মোরববা বলে দিচ্ছি, ভাবতে পারেন, এ দেশ আমাকে অন্ন দিচ্ছে, বস্ত্র দিচ্ছে, আশ্রয় দিচ্ছে, ক্ষমতা দিচ্ছে ; অথচ ফরাক্কার জল দান করে করে আমরা শুকিয়ে মরছি। সেটা কী প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য ? একজন খাঁটি ভারতীয় হলে কিন্তু দিতনা। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পাঠানো হোল এমনই একজনকে যার শিকড় বাংলাদেশে, যতোই রাষ্ট্রতন্ত্রের দোহাই দেওয়া হোক, নির্মম, সত্য হোল এখানকার বাংলাদেশিরা মনেপ্রানে ভারতীয় নয়।

---কেন দিন কী হবে ?

---হয়তো না, হয়তো হ্যাঁ। না - টাই স্বাভাবিক, কারন হ্যাঁ হওয়াটা খুবই কঠিন দুজন অপরিচিত বাঙালির মধ্যে আলাপ হলেই দেখবেন যিনি বাংলাদেশি কায়দা করে জেনে নিতে চান কে কোন বাংলার লোক। এটা কেন থাকবে ? এটা থাকা ম ানেই তো নেপোটিজম মাথা তুলবে, হ্যাঁ, আরও একটা ব্যাপার আছে দু'জন বাঙালির মধ্যে একজন যদি বাংলাদেশি হয়, তাহলে অন্যজনকে শুনতেই হবে ওই ব্যক্তির রাজার মতো সম্পত্তি বাংলাদেশে। আমার ছাত্রজীবনে এম-এ পর্যন্ত এই ব্য াপারটাই দেখেছি।

---শুধু সেই ব্যাপারটা হলে তো ভালোই হোত, অভিমন্যু ক্রুদ্ধ, ---একটা ঘটনা বলি শুনুন। আমার ইন্‌কামট্যাক্সের উকিল ময়মনসিংহের লোক । তাঁর ডালহৌসির চেম্বারে গেছি। ভিতরে দু,জনের কথাবার্তা হচ্ছিলো। আমি মুখটা দেখিয়ে পার্টিশনের বাইরে গেলাম। ভিতরের আলোচনায় কোন আগ্রহ ছিলো না। তবুও দু'জনের উচ্ছ্বসিত গলা থেকে বোঝা গেল আগন্তুক ঢাকার লোক আমার উকিলবাবু হঠাৎ বলে উঠলোন, আরে আমরাই তো মেজরিটি এখন, এদিকে বনগাঁ, ওদিকে ডায়মন্ডহারবার- সুন্দরবন-ক্যানিং, -সব জায়গাতেই আমরা। ঘটিরা বরং এদিকে ত্রিবেনী অন্যদিকে খড়গপুরের ও পাশে থাক, আর ওদেরকে বলে দিই কলকাতা সমেত বাকি জায়গাটা আমাদের । আমার খুব খারাপ লেগেছিলো। উকিলের সঙ্গে দেখা না করেই চলে এসেছিলাম। এবং উকিলও বদলে ফেলেছি।

---তাহলে বুঝতেই পারছো দাদা, এই কথা গুলো আসে এরকম চিন্তাধারা হয় বলেই।

---সেই ঘটি আর বাঙালের পুরনো কাসুন্দি আর শেষ হবে না। তা এবারে স্নানটান করে একটু ফ্রেস হয়ে নিন।

---নিচ্ছি বৌমা। ঘটি বাঙাল কথাগুলো মানুষেরই সৃষ্টি, অনর্থক শব্দবান। তবে যে তৎপরতার সঙ্গে বিভিন্ন বাংলাদেশি কলোনিতে লোকজনকে দলিল বা পাট্টা দেওয়া হয়, দেখা ও তো তিববতি - নেপালি- ভুটিয়া উদ্বাস্তুদেরও তা দেওয়া হয় ! দিনের পর দিন লোক সংখ্যা বেড়ে চলছে। খাবারে টান পড়ছে। দাম বাড়ছে।

---তাহলে কিংকর্তব্যমত পরম ?

---যারা অন্য জায়গা থেকে এসেছে তাদের পুরোপুরি ভারতীয় বনে যাওয়া, এদেশই তদের মা, একথা ভাবতে শেখা, না পারলে ক্ষোভ ধুমায়িত হতেই থাকবে, বার্স্ট্-ও করবে একদিন ছিন্নমূল হয়ে এসেছিলো ঠিকই, আশ্রয় ও পেয়েছে, আচছ া, এদেশ থেকে মাত্র হাজার খানেক লোক ও দেশে গিয়ে উদ্বাস্তু হিসাবে বসবাস কক তো। বাংলাদেশ তো হরদম প্রচার চ লাচ্ছে কোন বাংলাদেশি নাকি ভারতে ইন্‌ফিলট্রেট করে না। অবশ্য হ্যাঁ, রাজনীতির লোকেদের তো সত্যকথা বলা প াপ। সেটা সব দেশেই।

---দাদা, এই ফাঁকে একট কথা বলে নিই, কল্যান,---আমাদের সোশ্যাল ম্যারেজটা হবে শিগ্‌গির।

---দান খবর, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কী ভাবে ?
---আমাদেরই গ্রামের বাড়িতে, বাড়িতে পুরোহিত কন্যা সম্প্রদান করবেন। আপনাদের আসতে হবে।
---নিশ্চয়ই, আর পুরোহিত কেন সম্প্রদান করবেন, আমি সম্প্রদান করবো,আমি হব কন্যাকর্তা। কী রে দাদা হবার অধিকারটা দিবিতো ? কন্যাকর্তা হিসাবে আমি খুব একটা বেমানান হবো না মনে হয়।
---সুজাতার চোখ ভরা বর্ষা---তাহলে এবারে স্নান।